FSG REIMAGINING SOCIAL CHANGE

H&M FOUNDATION

Laudes Foundation

বাংলাদেশে ন্যায্য জলবায়ু রূপান্তর

বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্পের সকল অংশীদারদের কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুজাতা রাঠী
অক্ষয় কোহলি
সুভাষ চেন্নুরি

জানুয়ারি ২০২৫

এই প্রতিবেদনটি এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন এবং লাউডাস ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এফএসজি দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত। আমরা ৮০-র অধিক বাংলাদেশি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের ধন্যবাদ জানাই যারা এই গবেষণাটি ফলপ্রসু করতে তাদের মূল্যবান সময় এবং মতামত প্রদান করেছেন।

প্রতিবেদন সম্পর্কিত তথ্য

২০২৪ সালের শুরুর দিক থেকেই এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন এবং লাউডাস ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রের বিকাশে জনসমূহ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত প্রভাবের বিষয়ে নির্দেশিকা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে সহযোগীতা করে আসছে। উক্ত সহযোগিতার ফলস্বরূপ এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এবং শিল্পক্ষেত্রের ন্যায্য রূপান্তর ত্বরান্বিত করার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে, যা সরাসরি অনুদান তৈরি করা এবং সকল ভাগীদারদের সহযোগিতার মাধ্যমে করা যেতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের নীতি নির্ধারক, শিল্পপতি, আর্থিক বিনিয়োগকারী এবং সুশীল সমাজের জন্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ব্যবসা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশের প্রতি অবদানকে অবহিত করতে একটি দিক নির্দেশিকা হতে পারে। দাতব্য সংস্থা হিসেবে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে এই কাঙ্খিত অগ্রগতি বিচ্ছিন্নভাবে একক প্রয়াসের মাধ্যমে সম্ভব নয় এবং শুধুমাত্র অংশীদার গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কাজের সমন্বয়, কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং জলবায়ু অভিযোজনের পরিসরের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যমেই অর্থনীতি এবং তার উপাদান স্বরূপ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলো টেকসই এবং প্রতিযোগীতামূলক হতে পারে। এটি বাংলাদেশের অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এবং যারা এক্ষেত্রে অবদান রাখতে আগ্রহী তাদের সবাইকে আমরা এই উদ্যোগে যোগদানে উৎসাহিত করি।

FSG REIMAGINING SOCIAL CHANGE

এফএসজি একটি পরামর্শদানকারী প্রতিষ্ঠান যা নীতিনির্ধারকদের বৃহৎ আকারে এবং স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন সৃষ্টিতে সহায়তা করে। চাহিদা ও পরিবেশ অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং শিক্ষণের মাধ্যমে আমরা এমন একটি বিশ্ব তৈরি করার কাজে ব্রতী হয়েছি যেখানে সবাই তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অনুযায়ী বাঁচতে পারে। পরিকল্পনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীকে—স্বতন্ত্রভাবে এবং একত্রে—বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে অগ্রগতিতে সহায়তা করি। আমরা আমাদের উপলব্ধি বাস্তবে প্রয়োগ করে উদ্যোগগুলির বিকাশ ঘটাই। এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে আছে ট্যালেন্ট রিওয়্যার (ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য নিয়োগকর্তাদের জড়িত করা), গ্লো (নারীদের জন্য ক্রমবর্ধমান জীবিকার সুযোগ), এবং কালেক্টিভ ইমপ্যাক্ট ফোরাম।

আরো বিশদ জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন: *fsg.org*

H&M FOUNDATION

এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন পার্সন পরিবার দ্বারা আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা, এই পরিবারটিই এইচএন্ডএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান স্বত্বাধিকারী। তারা বস্ত্র শিল্প ক্ষেত্রে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি দশকে তার গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ অর্ধেক করার লক্ষ্যমাত্রায় কাজ করার পাশাপাশি মানুষ এবং পরিবেশের জন্য একটি ন্যায্য এবং সুষ্ঠ পরিবর্তন প্রচার করে। এর প্রকল্পগুলো মূলত বস্ত্রশিল্প মানচিত্রের উচ্চ গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণের অঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন-এর জনহিতকর প্রচেষ্টা সর্বাধিক কার্যকর হতে পারে।

আরো বিশদ জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন: *hmfoundation.com*

Laudes Foundation

লাউডাস ফাউন্ডেশন একটি স্বাধীন সংস্থা যারা বর্তমান কালের মূল চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন, প্রকৃতির ক্ষতি এবং সামাজিক অসমতাগুলো মোকাবিলায় কাজ করে চলেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন কোনও ব্যবসা মূল্যবোধ, নিয়ম এবং প্রণোদনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, তখন তা ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তিশালী কারিগর হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল দানশীলতার গতিশক্তিকে ব্যবহার করে ব্যবসা এবং শিল্পের সাথে যৌথভাবে কাজ করে সার্বিক অগ্রগতির পথকে ত্বরান্বিত করা।

আরো বিশদ জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন: *laudesfoundation.org*

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০১৫ সালের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউএন জলবায়ু পরিবর্তন কনফারেন্স (COP21)-এ ১৯৬টি দেশ অংশগ্রহণ করে, যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের জরুরি এবং সম্ভাব্য বিপরীতযোগ্য হুমকি চিহ্নিত করা হয় এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে প্রাক-শিল্প যুগের স্তরের চেয়ে ১.৫°C এর মধ্যে সীমিত রাখাকে আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়। প্যারিস চুক্তি একটি ন্যায্য রূপান্তরের গুরুত্বও স্বীকার করে।[১,২] ন্যায্য রূপান্তরের লক্ষ্য কম কার্বন অর্থনীতির দিকে রূপান্তরের সময় ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।[৩] এটি জলবায়ু কর্মসূচির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগগুলো সর্বাধিক করে তোলার পাশাপাশি, যেকোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং সেগুলো সাবধানে পরিচালনা করার ওপর জোর দেয়—এটি সব প্রভাবিত গোষ্ঠীর মধ্যে কার্যকর সামাজিক মতবিনিময় এবং মৌলিক শ্রম নীতিমালা ও অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে করা সম্ভব।[৪]

বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে চাই ন্যায্য রূপান্তর

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রূপান্তরের সুযোগ এবং ঝুঁকির একটি স্পষ্ট উদাহরণ। **বৈশ্বিকভাবে সপ্তম সর্বাধিক জলবায়ু-সংবেদনশীল দেশ** হিসেবে বাংলাদেশে তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো চরম আবহাওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৫] এইরকম চলতে থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি নিমজ্জিত হতে পারে এবং প্রায় ২ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে।[৬] এছাড়াও **যথাযথ অভিযোজন ছাড়াই, ২০৩০ সালের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে দেশের প্রায় ৪.৮ শতাংশ কর্মঘন্টা হারানোর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে**।[৭]

বাংলাদেশের অর্থনীতি ১৯৮০ থেকে ২০২৩[৮,৯] সালের মধ্যে ২৪গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্রের হার দুই-তৃতীয়াংশ[১০] হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ের মধ্যে, বাংলাদেশের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন ১৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১১] বৈশ্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিকাঠামোগত ঝুঁকি বাড়তে থাকায় ডিকার্বনাইজেশনের উপর আন্তর্জাতিক আগ্রহ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। পরিকাঠামোগত এবং রূপান্তর ঝুঁকি কমাতে সক্রিয় বিনিয়োগের দ্বারাই বাংলাদেশ তার উন্নয়নের গতিকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি, **ন্যায্য রূপান্তর প্রগতিশীল ব্যবসা এবং দেশের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে**। ন্যায্য রূপান্তর অনুসরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সম্পদের কার্যকারিতা এবং কম খরচে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে খরচ কমানো সম্ভব, এবং এটি বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতাও বাড়াতে সাহায্য করবে। ন্যায্য রূপান্তরের মাধ্যমে নতুন পণ্য ও উন্নতমানের সেবা এবং নতুন বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে নতুন **উচ্চমানের চাকরি সৃষ্টির** সম্ভাবনাও রয়েছে।[১২]

ন্যায্য রূপান্তর অনুসরণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সম্পদের কার্যকারিতা এবং কম খরচে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে খরচ কমানো সম্ভব।

অগ্রাধিকারভিত্তিক শিল্পসমূহ: বস্ত্র ও পোশাক, এবং নির্মাণ শিল্প

শিল্প বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে অবস্থান করছে—আজ, এই শিল্পক্ষেত্র ১কোটি ২লাখ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করে এবং বাংলাদেশের জিডিপিতে ৩৪ শতাংশ অবদান রাখে।[১৩,১৪] তবে, এটি দেশের মোট নিঃসরণের ১৫ শতাংশের জন্য দায়ী, এবং এটি ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে[১৫,১৬] বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ (ইট, সিমেন্ট ও ইস্পাত উৎপাদনসহ) শিল্পগুলি শিল্পক্ষেত্রের রূপান্তরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রগুলি একত্রিত ভাবে শিল্প ক্ষেত্রের মোট জিডিপির ৭৪ শতাংশ উৎপাদন করে, শিল্প শ্রমিকদের ৮০ শতাংশ এর সাথে যুক্ত এবং বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রের মোট গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমনের প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশে ২০২৩ সালে অগ্রাধিকার শিল্পক্ষেত্র সমূহের কর্মসংস্থান, জিডিপি এবং নির্গমনের অবদান (%)[১৭,১৮,১৯]

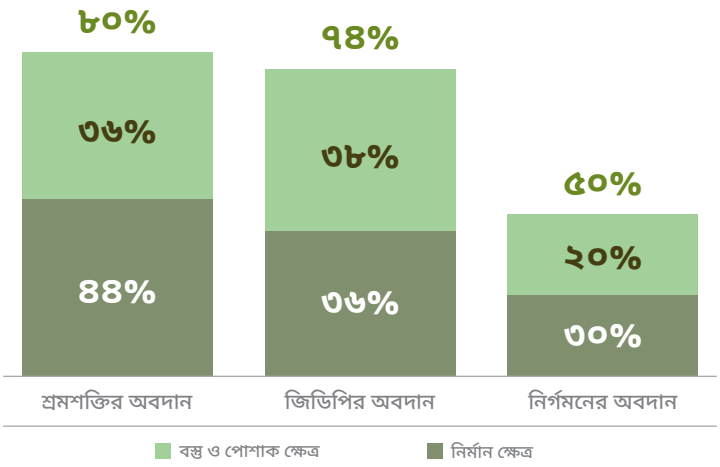

শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকরা বিশেষভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন এবং তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সীমিত স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে, কারণ তাদের জীবিকা অনিরাপদ এবং আর্থিক চাপ রয়েছে। শিল্প ক্ষেত্রের প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিক মাসে[২০] গড়ে ১৩,৫৬৮ টাকা (EUR ১৪০) উপার্জন করেন, যা জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরির অনুমান থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ কম।[২১] বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশ মাত্র সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত[২২], এবং বেশিরভাগ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য নয়।[২৩]

একটি ন্যায্য রূপান্তরের জন্য, যারা রূপান্তরের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের অন্তর্ভুক্তি, কর্তৃত্ব/ক্ষমতায়ন এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে[২৪]:

- **অন্তর্ভুক্তি**, যা নিশ্চিত করে যে শ্রমিক এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলি তাদের উপর প্রভাবিত বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে,
- **কর্তৃত্ব/ক্ষমতায়ন**, যা আরও একটি পদক্ষেপ হিসেবে নিশ্চিত করে যে শ্রমিক এবং প্রভাবিত সম্প্রদায়গুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য রাখে, এবং
- **দায়বদ্ধতা**, সংস্থাগুলির এবং সরকারের যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে, তাদের দায়বদ্ধ করতে হবে, বিশেষ করে শ্রমিক এবং সম্প্রদায়গুলির প্রতি, যারা শিল্প রূপান্তরের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতা এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে একীভূত করে একটি সার্বিক কৌশল প্রয়োজন, যাতে কম-কার্বন, জলবায়ু-স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে ন্যায্য রূপান্তর অগ্রসর হয়। সুতরাং, এই রিপোর্টটি বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্পে ন্যায্য রূপান্তর ত্বরান্বিত করার পথগুলির ওপর আলোকপাত করে।

যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন এবং দ্রুত ডিকার্বনাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত, বিভিন্ন অনিশ্চয়তা, শিল্পগুলোর ডিকার্বনাইজেশনের গতি, এই ক্ষেত্রের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, এবং শ্রমিকদের জন্য ফলস্বরূপ পরিণতিগুলোর উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অংশীদারদের ন্যায্য শিল্পক্ষেত্রের রূপান্তর এগিয়ে নিতে কীভাবে তারা অবদান রাখতে পারে তা চিহ্নিত করতে সাহায্য করার জন্য, আমরা শিল্প-কেন্দ্রিক চিত্র প্রদান করি যা বস্ত্র ও পোশাক

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, শিল্পে প্রধানতঃ পাঁচ ধরনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত — উৎপাদন; নির্মাণ; খনন ও পাথর উত্তোলন; বিদ্যুৎ; গ্যাস; বাষ্প; বায়ু শীতলীকরণ সরবরাহ; পানি সরবরাহ; পয়ঃনিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুন:স্থাপন কার্যক্রম।

এবং নির্মাণ শিল্পে রূপান্তরের সম্ভাব্য ভবিষ্যতগুলো বর্ণনা করে। এই পরিস্থিতিগুলো, ৮০টিরও বেশি বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে যৌথভাবে তৈরি, বাংলাদেশের শিল্প জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শ্রমিকদের উপর প্রভাব সম্পর্কে জরুরি পরিস্থিতি, জটিলতা, এবং অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। এই চিত্রগুলি পূর্বাভাস নয়। বরং, এগুলো একাধিক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উপস্থাপন করে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সম্ভাব্য সব দিক, যা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক, প্রত্যাশিত কিংবা চমকপ্রদ হতে পারে।

২০৩০ সালে বস্ত্র এবং পোশাক শিল্পক্ষেত্রের পরিস্থিতি

এই শিল্পটি কীভাবে এগিয়ে যাবে তা নির্ধারণ করে তিনটি মূল অনিশ্চয়তা – বিশ্বব্যাপী তৈরি পোশাকের চাহিদার প্রকৃতি, বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পক্ষেত্রের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা, এবং দেশের যুব বেকারত্বের পরিমাণ।

এই তিনটি অনিশ্চয়তাকে একত্রিত করলে, বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পক্ষেত্রের ভবিষ্যতের বিচিত্র কিন্তু সম্ভাব্য উন্নতির ছয়টি দৃশ্যপট উদ্ভূত হয়:

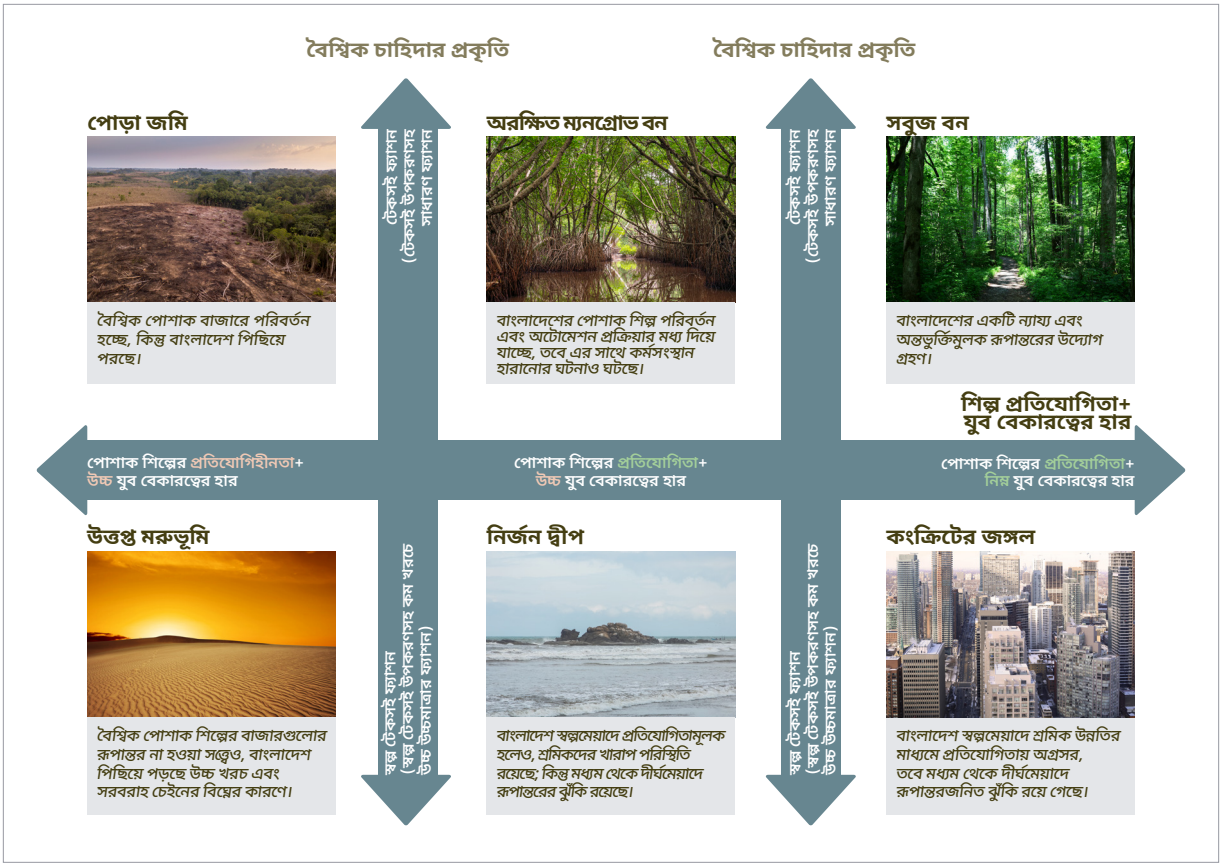

সর্বোত্তম পরিস্থিতি, যা "সবুজ বন" নামে পরিচিত, একটি এমন বিশ্বের কল্পনা করে যেখানে:

- **টেকসই ফ্যাশন এখন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত মানদণ্ড,**
- **বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক শিল্প কম কার্বন উৎপাদন প্রক্রিয়া, টেকসই কাপড় এবং জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে,** এবং
- **বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব, অন্তর্ভুক্তি এবং পাশাপাশি তাদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।**
- অতিরিক্তভাবে, অন্যান্য শিল্প উন্নতি যুব বেকারত্বের হার কমিয়ে, উচ্চ মজুরি এবং ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

তবে আরও পাঁচটি সম্ভাব্য দৃশ্যপট রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোনোটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতামূলকতা এবং শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চিত করতে পারে না। "কংক্রিট জঙ্গল" পরিস্থিতিটি উচ্চ প্রতিযোগিতা এবং কম টেকসই। এটি আপাতদৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কারণ এটি কর্মসংস্থান এবং জিডিপি তৈরি করে, তবে এটি শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী লাভ দেয়। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক রূপান্তরের ফলে একটি নিম্ন কার্বন অর্থনীতির দিকে অপরিহার্য রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে, "কংক্রিট জঙ্গল" পরিস্থিতি শিল্পটিকে একটি ধীর এবং অগোছালো রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত করছে, যা এর মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতা ক্ষমতাকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

২০৩০ সালের জন্য নির্মাণ শিল্পের দৃশ্যপট

বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের বিপরীতে, নির্মাণ শিল্প মূলত দেশীয় চাহিদার দ্বারা চালিত। বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প ২০৩০ সালে কীভাবে বিবর্তিত হবে, তা নির্ধারণ করে দুটি মূল অনিশ্চয়তা—বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা এবং বাজারে যে ধরণের নির্মাণের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার প্রকৃতি যেমন, প্রচলিত নির্মাণ বনাম নিম্ন-কার্বন এবং জলবায়ু-প্রতিরোধী নির্মাণ।

উপরোক্ত দুটি অনিশ্চয়তাকে একত্রিত করলে, বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য চারটি দৃশ্যপট উদ্ভুত হয়:

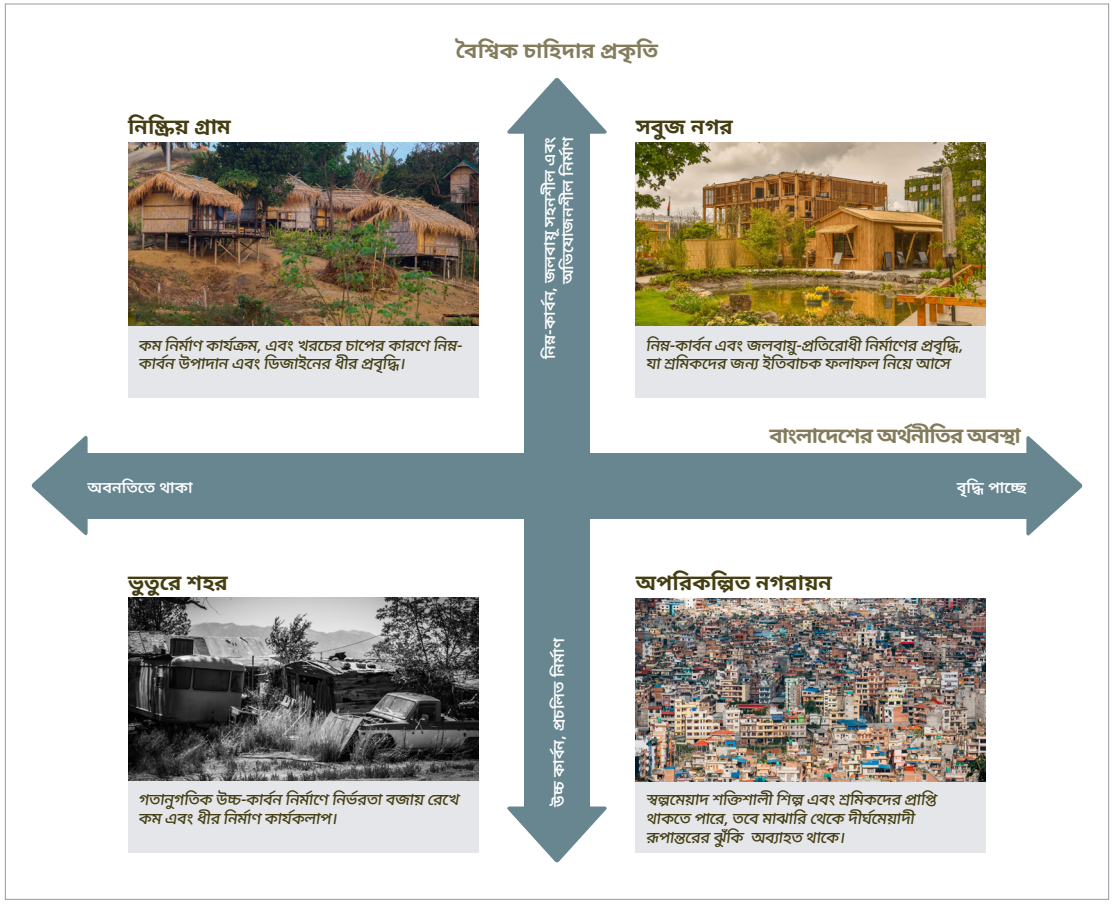

সর্বোত্তম পরিস্থিতি, *"সবুজ নগর"*, একটি এমন বিশ্বের কল্পনা করে যেখানে, ২০৩০ সালে:

- জাতীয় অর্থনীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে,
- **কম কার্বন, জলবায়ু সহনশীল এবং অভিযোজিত নির্মাণ** বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং
- শিল্পক্ষেত্রটি শ্রমিকদের অধিকার, অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

২০৩০ সালের জন্য আরও তিনটি, কম কাম্য দৃশ্যপট সম্ভব— এই দৃশ্যপটগুলি শিল্পটির দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতামূলকতা এবং শ্রমিকদের জন্য ইতিবাচক ফলাফল নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবে। শহুরে বিস্তার পরিস্থিতি—বর্ধিত অর্থনীতি, উচ্চ-কার্বন নির্মাণ—যথাযথ সময়ে নির্মাণ স্বল্পমেয়াদী বৃদ্ধি অর্জন করলেও, এই পরিস্থিতি, জলবায়ু এবং শ্রমিকদের জন্য মধ্যম-থেকে-দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি তৈরি করে, যেহেতু এর পদক্ষেপগুলো যথাযথ সময়ে গ্রহণ করা হয় না।

ন্যায্য শিল্প রূপান্তর ত্বরান্বিত করার জন্য অগ্রাধিকারসমূহ

"সবুজ বন" এবং "সবুজ নগর" পরিস্থিতি বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে, উচ্চ গুণমানের চাকরি সৃষ্টি করতে এবং শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ফলাফল নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। অংশীদারদের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এই সর্বোত্তম পরিস্থিতির প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নতুন উদ্যোগের প্রয়োজন। বাংলাদেশকে একটি ন্যায্য, কম কার্বন এবং জলবায়ু-সহনশীল ভবিষ্যতের দিকে পরিবর্তন করতে সাতটি আন্তঃসংযুক্ত অগ্রাধিকার একযোগে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের অগ্রগণ্য শিল্পে ন্যায্য শিল্প রূপান্তর ত্বরান্বিত করার জন্য সাতটি আন্তঃসংযুক্ত অগ্রাধিকার

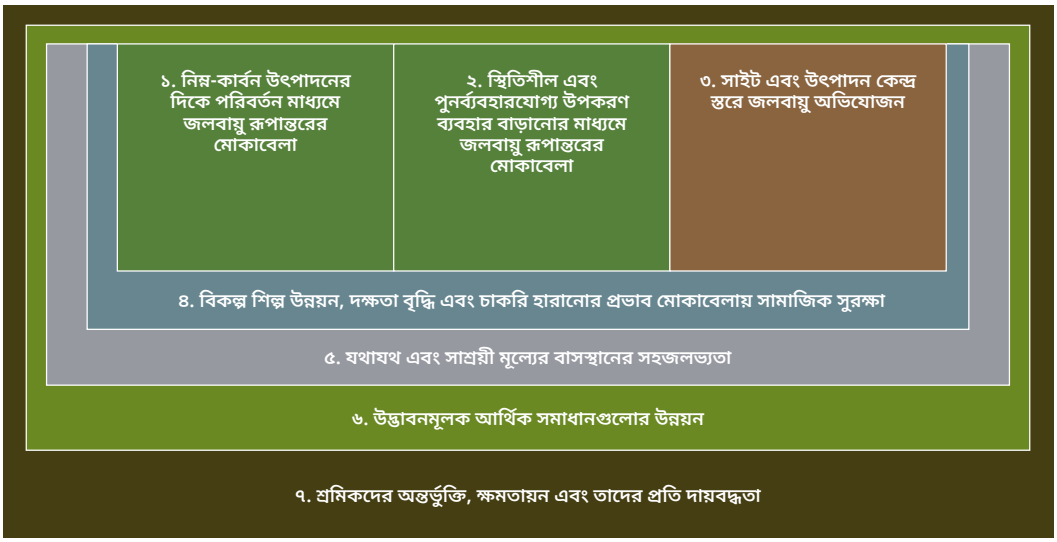

০১ **জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের জন্য নিম্ন-কার্বন উৎপাদনে রূপান্তর, যার মধ্যে ডিজাইন, প্রক্রিয়া এবং শক্তি অন্তর্ভুক্ত:** এমন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়াগুলির ব্যবহার, যা স্থানীয়ভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন কমায় এবং বিদ্যমান প্রক্রিয়াগুলির শক্তি ও উপাদান দক্ষতা উন্নত করে, এইভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো যেতে পারে।[২৫,২৬] এটি বস্ত্র এবং পোশাক শিল্পের নির্গমনের ৮৩ শতাংশ[২৭] এবং নির্মাণ শিল্পের নির্গমনের ৮০ শতাংশের জন্য দায়ী।[২৮] এই শিল্পগুলির বাকি পরোক্ষ নির্গমন, যা গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার কারণে হয়, সেগুলোর জন্য গ্রিডের ডিকার্বনাইজেশন এবং স্থানীয় নবায়নযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের সমন্বয় প্রয়োজন।

০২ **জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন, টেকসই এবং সার্কুলার ইনপুটের ব্যবহারের মাধ্যমে বৃদ্ধি:** টেকসই উপকরণ ব্যবহার করলে ভ্যালু চেইনের[২৯] ঊর্ধ্বমুখি এবং নিম্নমুখী অংশ থেকে নির্গমন কমানো সম্ভব, যা রূপান্তর ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সাহায্য করে কারণ বৈশ্বিক এবং দেশীয় চাহিদা নিম্ন-কার্বন উৎপাদনের অভিমুখী হয়ে উঠছে। বস্ত্র এবং পোশাক শিল্পে, বেশ কিছু প্রস্তুতকারক টেকসই এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণ অনুসন্ধান করছে। একইভাবে, নির্মাণ শিল্পে, কম্প্রেসড স্ট্যাবিলাইজড আর্থ ব্লক এবং পাটভিত্তিক ইট, যা চুল্লীতে পোড়ানর প্রয়োজন পড়ে না, সেগুলোর কার্বন নিঃসরণ প্রচলিত মাটির ইটের তুলনায় কম।[৩০,৩১] ভবনগুলো স্তরে স্তরে নির্মাণ করা এবং ধ্বংসের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নকরণ

টেকসই উপকরণ ব্যবহার করলে ভ্যালু চেইনের ঊর্ধ্বমুখি এবং নিম্নমুখী অংশ থেকে নির্গমন কমানো সম্ভব, যা রূপান্তর ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

নির্মাণ উপকরণের পুনঃব্যবহার এবং পুনঃচক্রের সুযোগ দেয়, যার মধ্যে কাঠ, স্টীল, কাঁচ এবং কংক্রিট অন্তর্ভুক্ত।[৩২]

০৩ সাইট এবং উৎপাদন কেন্দ্র পর্যায়ে জলবায়ু অভিযোজন: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাপমাত্রার চাপ এবং বন্যার উচ্চ ঝুঁকি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে বস্ত্র এবং পোশাক শিল্পে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতায় প্রভাব ফেলছে এবং সরবরাহ চেইনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। যেসব এলাকায় বস্ত্র, পোশাক, এবং নির্মাণ উপকরণ কারখানা এবং শ্রমিকদের বাড়ি অবস্থিত, সেখানে স্থিতিস্থাপক গণ পরিকাঠামোগড়ে তোলা উৎপাদন এবং সরবরাহ চেইনের বিঘ্ন কমাতে সহায়ক হতে পারে। উন্নত কারখানার পরিকাঠামো যেমন বন্যা বাধ, উঁচু ভিত্তি, এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উপকূলীয় বা নদী ভাঙনের কারণে সৃষ্ট বিঘ্ন কমাতে এবং শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে। তেমনি, কারখানা এবং/অথবা নির্মাণ সাইটে কার্যক্রমে পরিবর্তন, যেমন বিরতির জন্য বারবার বিশ্রাম ও জলপানের সুযোগ, শ্রমিকদের তাপমাত্রার চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে।[৩৩] জাতীয় সুরক্ষা নীতি, যার মধ্যে শ্রম আইন উন্নয়ন করে উচ্চ তাপমাত্রার পরিস্থিতি এবং স্বাস্থ্য বীমার জন্য বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা শ্রমিকদের তাপমাত্রার চাপের প্রভাব আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করতে সাহায্য করতে পারে। অবশেষে, জলবায়ু-প্রতিক্রিয়াশীল বীমা তৈরি এবং শ্রমিকদের তাপমাত্রার চাপ এবং বন্যার কারণে আয় হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে সহায়ক হতে পারে।

০৪ বিকল্প পথে উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সুরক্ষা যাতে চাকরি হারানো প্রশমিত হয়: বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্প রূপান্তরের সময় পুরনো ভূমিকা/পূর্ববর্তী দায়িত্ব ধীরে ধীরে বিলীন হবে এবং নতুন ভূমিকা/দায়িত্ব সৃষ্টি হবে। জীবিকা হারানো এড়াতে এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সর্বাধিক করতে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় অঞ্চল এবং সময়ের সাথে নতুন ভূমিকা/দায়িত্ব তৈরি নিশ্চিত করা হোক। বৃদ্ধির সম্ভাবনা এমন বিদ্যমান এমন শিল্পে, যেমন পাট, স্বাস্থ্যসেবা, অতিথি সেবা, এবং খুচরা শিল্পে বিনিয়োগ করলে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন নতুন চাকরি তৈরি হতে পারে,[৩৪,৩৫,৩৬] যেগুলো বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্পে পূর্বে কর্মরত শ্রমিকরা গ্রহণ করতে পারে, যদি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা দেওয়া হয়। সামাজিক সুরক্ষা, বিশেষ করে বেকারত্ব বীমা, শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।

০৫ শ্রমিকদের রূপান্তরের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যথাযথ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থান-এর সহজলভতা: বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অস্থায়ী বাসস্থানে বসবাস করে। তাদের বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিত নয়, নিরাপত্তাহীনতা, এবং মৌলিক সুবিধার অভাব রয়েছে। এর ফলে এটি প্রায়ই তাদের মশাবাহিত রোগ, বন্যার বৃদ্ধির ঘটনা, দুষিত বায়ুচলাচল এবং বিদ্যুতের অভাবের সম্মুখীন করে, যা

শীতলতার চাপের প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।[৩৭] মৌলিক সুবিধাযুক্ত সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থান শ্রমিকদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতি সহনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে, এবং তারা যে শিল্পে কাজ করছে তার গুণমান করতে পারে। নীতি সহায়তা, মৌলিক পরিকাঠামোসহ সরকারি সংস্থাগুলোর (যেমন পৌরসভা বা জেলা প্রশাসন) দ্বারা সেবা প্রাপ্ত ভূমি ব্যাংক তৈরি, সাশ্রয়ী মূল্যের বাসস্থান প্রকল্পের জন্য সহজতর এবং দ্রুত অনুমোদন, এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পের জন্য দ্রুত অনুমোদন এবং কম খরচে অর্থায়নের প্রবণতা এসব শিল্পের শ্রমিকদের জন্য যথাযথ এবং সাশ্রয়ী আবাসন সম্প্রসারণে সহায়ক হতে পারে।

০৬ **উদ্ভাবনী আর্থিক সমাধান উন্নয়ন:** যদিও আন্তঃসরকারী সংস্থা এবং বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সরকারি সহযোগী বাংলাদেশে অর্থায়ন বৃদ্ধি করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবুও আরও অর্থায়ন প্রয়োজন, যার মধ্যে বেসরকারি শিল্প এবং সমাজসেবী কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত, যাদের রয়েছে আজকের দিনে বিদ্যমান বড় অর্থায়ন ফাঁকটি পূরণে পৃথক ভূমিকা। ঝুঁকি কমানোর উপকরণ, যেমন ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স, গ্যারান্টি মেকানিজম, ইসলামী অর্থায়ন এবং থিমেটিক বন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ন্যায্য রূপান্তরের জন্য পুঁজি উন্মুক্ত করতে। অর্থায়ন উপকরণগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হয়, যা সামাজিক সমতা বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত করে, লেনদেনের খরচ এবং ঝুঁকিকে কম করতে পারে।[৩৮]

০৭ **উপরোক্ত সব ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি, ক্ষমতা ও শ্রমিকদের প্রতি দায়িত্বশীলতা/দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া:** শ্রমিকদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে এমন সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা যা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিকরা নিজেদের সহনশীলতা এবং উৎপাদনশীলতা উন্নত করার জন্য অভিযোজন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছেন।

স্থানীয় সমর্থন নিশ্চিত করতে, যেখানে পুরনো ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, শ্রমিকদের নিজেদের রূপান্তর পরিকল্পনা এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও, শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর মজুরি পাওয়া যাবে এমন ভূমিকা অর্জনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, এটি তাদের নিজের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হতে পারে, এবং প্রয়োজনে, নিজেদের উদ্যোগ শুরু করার সুযোগও দিতে হবে। শ্রমিকদের সংগঠিত করা (তৃতীয় পক্ষের ঠিকাদার বা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করা) যাতে তারা তাদের পরিকল্পনা ডিজাইন এবং বাস্তবায়নে শ্রমিকদের পক্ষে আলোচনা করতে পারে, এবং একটি সহায়ক আইনগত কাঠামো শ্রমিকদের ক্ষমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং জবাবদিহিতা শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শ্রমিকদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে এমন সিদ্ধান্তের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে অন্তর্ভুক্ত করা যা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, সফল বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।

এই রিপোর্টে উল্লিখিত অগ্রাধিকারগুলি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই গৃহীত পদক্ষেপগুলি বাংলাদেশ তথা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে টেকসই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে চিত্রিত করে।

ন্যায্য শিল্প রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ভাগীদারদের সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান

বাংলাদেশের বস্ত্র ও পোশাক এবং নির্মাণ শিল্প, এবং এসব শিল্পের শ্রমিকরা বড় ধরনের শারীরিক এবং রূপান্তর ঝুঁকির সম্মুখীন, এবং যদি তারা সক্রিয়ভাবে অভিযোজন এবং বিনিয়োগ করে, তবে তা উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এমন একটি অংশীদারদের জোট, যারা জলবায়ু প্রতিরোধী উন্নয়নের একটি দৃষ্টিভঙ্গি সংজ্ঞায়িত করতে পারে এবং তার মধ্যে গতি সঞ্চার করতে পারে, তা বাংলাদেশকে তার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে এবং

আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের মাধ্যমে এই উন্নয়নের জন্য পুঁজির সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে।

একসঙ্গে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধি, নীতি নির্ধারক, উন্নয়ন সংস্থা, দক্ষতা প্রদানকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সমাজসেবী সংস্থাগুলো নতুন পন্থা উদ্ভাবন করতে এবং বাংলাদেশে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা ভাল উদ্যোগগুলোকে ত্বরান্বিত ও সম্প্রসারণ করতে পারে। **নিম্ন-কার্বন প্রতিরোধী শিল্পে দ্রুত রূপান্তর নিশ্চিত করতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রমিকরা অন্তর্ভুক্ত হন এবং উদ্যোগগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের ক্রমাগত মতামত থাকে।**

- সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত দাবি আদায়ের মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভিত্তিতে, **নিয়োগকর্তা/সরবরাহকারীরা** সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত রূপান্তর পরিকল্পনাগুলোতে শ্রমিকদের মতামত নিতে সক্রিয় হতে পারেন।
- **আন্তর্জাতিক ক্রেতারা সরবরাহকারীদের** শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করার জন্য রূপান্তরের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে তাদের শ্রমিকদের প্রতি দায়বদ্ধ রাখতে পারেন, এবং শিল্পভিত্তিক ও জাতীয় স্তরের আলোচনায় শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করতে পারেন। তারা বাংলাদেশ থেকে টেকসইভাবে উৎস সংগ্রহের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগের জন্য আস্থা তৈরি করতে পারেন।
- **আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং দানশীল অর্থায়নকারী সংস্থাগুলো** তাদের রূপান্তর অর্থায়ন পরিকল্পনা করার সময় একটি সার্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে, এবং টেকসই রূপান্তরের নীতি অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষত অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার নীতি নির্ধারণে একাধিক পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।
- **বাংলাদেশ সরকার** এই সকল অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, শিল্প ও আর্থিক শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য স্থিতিশীলতা এবং আস্থা প্রদান করতে পারে, এবং শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতা উন্নত করতে নীতিমালা তৈরি করতে পারে।

আমরা এই রিপোর্টটি বাংলাদেশ এবং এর আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে একটি সাধারণ ধারণা তৈরি করার জন্য উপস্থাপন করছি, যা সমস্ত ভাগিদার গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় ও যৌথভাবে কাজ করার কথা জানাবে। **আমরা একসাথে বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রের সেই শ্রমিকদের জন্য একটি সবুজ ও ন্যায্য ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পারব, যারা এই ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাস্তব করে তুলেছেন।**

আরো বিশদ জানতে ই-মেলে যোগাযোগ করুন: info@fsg.org

তথ্যসূত্র

১. Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015

২. UNFCC (n.d.). *The Paris Agreement*. Retrieved December 18, 2024, from https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

৩. Climate Horizons. (2024). *Mapping and trends analysis on just transition initiatives*. https://www.laudesfoundation.org/media/hurj2qnz/mapping-and-trends-analysis-on-just-transition-initiatives_full-report.pdf

৪. ILO. (2024, July 9). *Climate change and financing a just transition*. https://www.ilo.org/resource/other/climate-change-and-financing-just-transition

৫. Eckstein, D., Künzel, V., & Schäfer, L. (2021). *Global Climate Risk Index 2021. Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2019 and 2000 to 2019*. Germanwatch. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

৬. Climate Resilience Centre. (2022). *Hot Cities Chilled Economies – Dhaka Bangladesh*. https://onebillionresilient.org/hot-cities-chilled-economies-dhaka/

৭. Anderson Hoffner, L., Simpson, J., Martinez, C., Patumtaewapibal, A. (2021). *Turning up the heat: Exploring potential links between climate change and gender-based violence and harassment in the garment sector*. ILO Working Paper 31 (Geneva, ILO). https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/documents/publication/wcms_792246.pdf

৮. International Monetary Fund. World Economic Outlook – Real GDP growth. April 2024. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

৯. World Bank Data. *GDP (current US$) – Bangladesh*. Retrieved on December 18, 2024, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BD

১০. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2015). *Poverty and Inequality in Bangladesh: Journey Towards Progress (2014-15)*. https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/ce0882c6_4bd1_4454_b7a8_9b720425479b/poverty14-15EN.pdf

১১. Jones et al. (2024) – with major processing by Our World in Data. "*Annual greenhouse gas emissions including land use*" [dataset]. Jones et al., "*National contributions to climate change 2024.2*" [original data]. Retrieved December 18, 2024, from https://ourworldindata.org/grapher/total-ghg-emissions

১২. United States Environmental Protection Agency (2024, March 8). *Climate Risks and Opportunities Defined*. https://www.epa.gov/climateleadership/climate-risks-and-opportunities-defined

১৩. Bangladesh Bureau of Statistics. (2023). *Bangladesh Labour Force Survey 2022*

১৪. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Bangladesh Economic Review 2023*

১৫. Jones et al. (2024) – with major processing by Our World in Data. "*Annual greenhouse gas emissions including land use*" [dataset]. Jones et al., "*National contributions to climate change 2024.2*" [original data]. Retrieved December 18, 2024, from https://ourworldindata.org/grapher/total-ghg-emissions

১৬. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2021). Nationally Determined Contributions (NDCs) 2021: Bangladesh (Updated)

১৭. Bangladesh Bureau of Statistics. (2023). *Bangladesh Labour Force Survey 2022*

১৮. Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Bangladesh Economic Review 2023*

১৯. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Bangladesh First Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change*

২০. Bangladesh Bureau of Statistics. (2023). *Bangladesh Labour Force Survey 2022*

২১. The Fair Labor Association. (2024, January 11). *Fair Labor Association's Bangladesh Wage Trends Report and Recommendations*. https://www.fairlabor.org/resource/fair-labor-associations-bangladesh-wage-trends-report-and-recommendations/

২২. Bangladesh Bureau of Statistics. (2023). *Bangladesh Labour Force Survey 2022*

২৩. Research and Policy Integration for Development (RAPID). (n.d.). *Universal Social Protection and National Social Insurance Scheme in Bangladesh*. Retrieved December 18, 2024, from https://www.rapidbd.org/usp-ilo/

২৪. Climate Horizons. (2024). *Mapping and trends analysis on just transition initiatives*. https://www.laudesfoundation.org/media/hurj2qnz/mapping-and-trends-analysis-on-just-transition-initiatives_full-report.pdf

২৫. Partnership for Cleaner Textile (PaCT). (n.d.). Retrieved December 18, 2024. https://www.textilepact.net/

২৬. Chakma, J. (2023, August 30). *Top cement makers shifting to eco-friendly production*. The Daily Star. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/top-cement-makers-shifting-eco-friendly-production-3406406

২৭. Biswas, M. K., Azad, A. K., Datta, A., Dutta, S., Roy, S., & Chopra, S. S. (2024). *Navigating Sustainability through Greenhouse Gas Emission Inventory: ESG Practices and Energy Shift in Bangladesh's Textile and Readymade Garment Industries*. Environmental pollution (Barking, Essex: 1987), 345, 123392. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.123392

২৮. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh. (2023). *Bangladesh First Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on Climate Change*

২৯. McKinsey, Global Fashion Agenda. (2020). *Fashion on Climate: How the Fashion Industry can Urgently Act to Reduce Its Greenhouse Gas Emissions*. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/fashion%20on%20climate/fashion-on-climate-full-report.pdf

৩০. Mongabay. (2024, March 4). *To save topsoil & reduce pollution, Bangladesh moves toward alternative bricks*. https://news.mongabay.com/2024/03/to-save-topsoil-reduce-pollution-bangladesh-moves-toward-alternative-bricks/

৩১. European Commission. (n.d.) *Building greener - sustainable building in Bangladesh*. Retrieved December 18, 2024, from https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/stories/building-greener-sustainable-building-bangladesh_en

৩২. European Environment Agency. (2020, July 9). *Cutting greenhouse gas emissions through circular economy actions in the buildings sector*. https://www.eea.europa.eu/publications/cutting-greenhouse-gas-emissions-through/file

৩৩. Expert interviews

৩৪. Skills for Employment Investment Program (SEIP). (2022). *Labor Market Study under Skills for Employment Investment Program (SEIP): Skill Gap in the Jute Sector of Bangladesh*. https://seip-fd.gov.bd/wp-content/uploads/2023/03/Skill-Gap-in-the-Jute-Sector-of-Bangladesh.pdf

৩৫. Skills for Employment Investment Program (SEIP). (n.d.). *Labor Market Study and Skill Gaps Analyses. Healthcare: Nursing and Care*. https://seip-fd.gov.bd/wp-content/uploads/2023/06/7.-Labor-Market-and-Skills-Gap-Analyses-on-Healthcare-Nursing-and-Caregiving.pdf

৩৬. Howlader, Md. Ziaul Haque. (2019, September 26). *Employment generation through tourism*. The Daily Sun. https://www.daily-sun.com/printversion/details/426836/Employment-generation-through-tourism

৩৭. Habitat For Humanity. (n.d.). "Informal Settlements". Retrieved December 18, 2024, from https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2023/07/tackling-challenges-in-dhakas-informal-settlements/

৩৮. Green Finance Institute. (2024). *What next for mobilising capital in service of a just transition in the Global South?* https://www.greenfinanceinstitute.com/wp-content/uploads/2024/09/What-next-for-mobilising-capital-in-service-of-a-just-transition-in-the-Global-South.pdf

নোট

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই নিবন্ধের লেখকরা *ইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন*-এর পক্ষে **চার্লট ব্রুনস্ট্রোম**, **লিন্ডা হিলমগার্ড**, ও **ফেরান্দা ড্রুমন্ড** এবং *লাউডাস ফাউন্ডেশন*-এর পক্ষে **সারাহ ওং**, **ফায়জা ফারাহ তুবা**, **লক্ষ্মী পটি**, **নাজাকাত আজিমলি**, ও,**নওরিন চৌধুরী**র অমূল্য দিকনির্দেশনা এবং সুচিন্তিত মতামতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এই নিবন্ধে দৃশ্য পরিকল্পনা প্রক্রিয়া জুড়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য *এশিয়া ফাউন্ডেশন*-এর তরফ থেকে **আইনী ইসলাম**, **আহনাফ তাহমিদ**, **মো. মোস্তফা সরোয়ার**, এবং **কাশফিয়া কায়েস** – এর প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের সহকর্মী *ইটস ম্যাটেরিয়াল* থেকে **আন্নাবেল শোর্ট**, **সাদার্ন ট্রানজিশনস** থেকে **অ্যান্থনি ডেইন**, *বিএসআর* থেকে **আমির আজিম**, *পলিসি এক্সচেঞ্জ* থেকে **মাসরুর রিয়াজ**, **মো. জিয়াউর রহমান**, এবং **হাসনাত আলম**, এবং *গ্রেট সার্কেল ক্যাপিটাল অ্যাডভাইজার্স* থেকে **ড্যান ফারগার**, যাদের মূল্যবান পর্যালোচনা রিপোর্টকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে, তাদের আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

*এফএসজি*র পক্ষ থেকে **লতিকা মুরার্কা**, **বেদিকা গুপ্তা**, **কৃতি চতুর্বেদী**, **গৌরব বাজাজ**, এবং **সার্থক শাহ**, এবং **উমাং কাপাডিয়া** (প্রাক্তন *এফএসজি*) – ধন্যবাদ জানাই তাদের গবেষণা এবং বিশ্লেষণ সহায়তার জন্য, যা এই রিপোর্ট লেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ধন্যব্যাদ জানাই **ইয়োরি তাবেত**কে, যিনি বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

এই রিপোর্টের কপি-এডিটিংয়ে তার ভূমিকার জন্য *এফএসজি*র **সাগ্নিক চৌধুরীর** কাছে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কগনিটিভ ডিজাইন্স-এর **উষা সন্ধি কুন্ডু**কে এই প্রতিবেদনটি ডিজাইন করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ছবির কৃতিত্ব

কভার:	Nongnuch Pitakkorn/istockphoto.com; Md. Abdun Nahid/ istockphoto.com; onuchcha/Freepik.com; Vannet/Freepik.com; zakir1346/shutterstock.com; CognitiveDesigns
পৃষ্ঠা ০৫:	Paralaxis/istockphoto.com; Alex Potemkin/istockphoto.com; Myles Bloomfield/unsplash.com; sharply_done/istockphoto.com; Elen Marlen/istockphoto.com; carlosbezz/istockphoto.com
পৃষ্ঠা ০৬:	Shakil Ahmed/istockphoto.com; Bert de Boer/alamy.com; MWCPhoto/istockphoto.com; Solovyova/istockphoto.com
পৃষ্ঠা ০৮:	vikakokhanevich/Freepik.com
পৃষ্ঠা ০৯:	EyeEm/Freepik.com
পৃষ্ঠা ১৪:	Hermes Rivera/unsplash.com
ব্যাক কভার:	Alik Ghosh/unsplash.com

বিশদ যোগাযোগের জন্য

সুজাতা রাঠী
পরিচালক, এফএসজি এশিয়া
sujata.rathi@fsg.org

সুভাষ চেন্নুরি
পরিচালক, এফএসজি এশিয়া
subhash.chennuri@fsg.org

লাউডাস ফাউন্ডেশন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই রিপোর্টতীর সহ-উপস্থাপকের ভূমিকা পালন করছে। রিপোর্টে প্রকাশ সকল মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গিগুলি লেখকদের নিজস্ব এবং লাউডাস ফাউন্ডেশনের এ বিষয়ে কোনও দায়বদ্ধতা নেই। যদিও নিবন্ধে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভুলতা যাচাই করার ব্যাপারে যত্ন নেওয়া হয়েছে, এই রিপোর্টের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করা, এবং এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া পদক্ষেপের এবং তাঁর ফলাফলের জন্য লাউডাস ফাউন্ডেশন কোনোভাবেই দায়বদ্ধ থাকবে না। আমরা এই প্রতিবেদন শেয়ার করার জন্য এবং এর থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নিবন্ধটির পুনঃপ্রকাশের কারণে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য লাউডাস ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করুন: *https://www. laudesfoundation.org/contact/*

এই কাজটি একটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-নোডেরিভেটিস ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক লাইসেন্স-এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত।

FSG REIMAGINING SOCIAL CHANGE

H&M FOUNDATION

Laudes Foundation

সম্পূর্ণ প্রতিবেদন ডাউনলোড করতে, *https://www.fsg.org/resource/just-climate-transitions-in-bangladesh-accelerating-multistakeholder-action-in-textile-and-apparel-and-construction-industries*-এ যান বা এই QR কোড স্ক্যান করুন: